যুগান্তর

তারিখ 02 JAN 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

সারা দেশে উৎসব

নতুন বইয়ের ভাঁজে কোমল প্রাণের স্বপ্ন

যুগান্তর রিপোর্ট

'নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকে, ফুলের মতো ফুটবো/বর্ণমালার গরব নিয়ে, আকাশ জুড়ে উঠবো'— বর্ণমালার আধার হলো বই। এই বই জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণের মাধ্যম। তাই বইয়ের যে অধিকারী সেই তো গর্ব করতে পারে। দেশের অনাগত ভবিষ্যৎকে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করার লক্ষ্যে সরকার প্রতি বছরের মতো এবারও বছরের প্রথম দিন নতুন বই তুলে দিয়েছে। বৃহস্পতিবার হিমের পরশমাখা শুভ্র সকালে নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকে সারা দেশের শিশু-কিশোররা আকাশে পাখনা মেলেছিল। তাদের চোখে-মুখে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল অনেককিছু পাওয়ার আনন্দ।

এবার নিয়ে টানা ষষ্ঠবার প্রথম থেকে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে পেল পাঠ্যবই। বছরের এই একটি দিনে একসঙ্গে সারা দেশের শিশু-কিশোররা মেতে ওঠে বই নিয়ে উৎসবে। নতুন বইয়ের অন্যরকম গন্ধে হয় আলোড়িত-উজ্জীবিত। নতুন বই নিয়ে তাদের উচ্ছ্বাসটা যেন মুক্ত বিহঙ্গের নীলাকাশে ডানা মেলে ওড়ার মতোই। সারা দেশের শিশু-কিশোরদের এই উল্লাস দেখেই কবি কামাল চৌধুরীর কলমে উঠে আসে উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিমালা।

নতুন বইগুলো ছিল যেন উনুন থেকে সদ্য নামানো ভাঁপা পিঠার মতো। মলাটে আর পাতায় পাতায় জড়িয়েছিল উষ্ণতা। উচ্ছ্বাস ছিল এমন যেন এখনই এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতে হবে সব

স্বপ্ন : নতুন বইয়ের ভাঁজে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বই। অনেক শিশুকে দেখা গেছে, বই হাতে পেয়েই পড়তে বসে গেছে। কেউ পড়ছে বাংলা বইয়ের কবিতা বা গল্প, কেউ খুলেছে ইংরেজি বই। বিজ্ঞান, গণিতও মেলে দেখেছে কেউ কেউ।

এবার সারা দেশে ৪ কোটি ৪৪ লাখ ৫২ হাজার ৩৭৪ জন শিক্ষার্থীর হাতে নতুন পাঠ্যবই তুলে দেয়া হয়। এ উপলক্ষে দেশব্যাপী উদযাপন করা হয় 'পাঠ্যপুস্তক উৎসব'। ওই উৎসবেরই কেন্দ্রীয় আসর বসে ঢাকার মতিঝিল সরকারি বালক ও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। এই দিন ঢাকার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল ও কারিগরি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ভর্তি হয়েছে, তাদের অনেকেই খালি হাতে স্কুলে গিয়ে দুই হাত ভরে পাঠ্যবই নিয়ে বাড়ি ফেরে। নতুন বই পাওয়ার আকর্ষণে এদিন সকাল ৮টাতেই গিয়ে ভর্তি হয় আরমানিটোলার নিউ গভ. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী সাবরিনা চৌধুরী নিশা। নতুন বই নিয়েই বাড়ি ফেরে সে। বকশিবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ইশতিয়াক আহমেদ রিফাত জানায়, নতুন বই পেয়ে তার অনেক আনন্দ হচ্ছে।

এর আগে গত ৩০ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিয়ে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

বৃহস্পতিবারের আয়োজনটি ছিল যৌথভাবে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত জানান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব কাজী আখতার হোসেন। এতে শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর প্রমুখ বক্তৃতা করেন। তবে এত বড় আয়োজনেও ছিল নানা অব্যবস্থাপনার ছাপ। বিদ্যালয় মাঠে ধুলোর ওপর বিছানো চাটাইয়ের ওপর বসে পড়ে শিক্ষার্থীরা। অভিভাবক ও অতিথিদের জন্য কিছু চেয়ারের ব্যবস্থা থাকলেও তাতে সংকুলান হয়নি। উৎসব উদযাপনের পুরো সময় জুড়েই হৈ-হুল্লোড়ে মেতে থাকতে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের। অনেক শিক্ষার্থীকে হুড়োহুড়ি ও ভিড়ের মধ্যে পড়ে আহত হতে হয়েছে। এছাড়া অভিযোগ উঠেছে, একজন প্রধান শিক্ষকের স্বজনপ্রীতির কারণে প্রথম হওয়া শিক্ষার্থী মন্ত্রীর হাত থেকে বই নিতে পারেনি, নিয়েছে দ্বিতীয়স্থান অধিকারী।

বই বিতরণকে ঘিরে ঢাকাসহ প্রায় সারা দেশেই উৎসবের আয়োজন ছিল। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা ব্যান্ড বাজিয়ে নেচে-গেয়ে, আনন্দ-উল্লাস করে, প্ল্যাকার্ড-ফেস্টুন নেড়ে এক উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে। মন্ত্রীসহ সরকারি দলের নেতা, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থীর মেলা জমে ওঠে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চত্বরে। জামায়াতের ডাকা হরতাল উপেক্ষা করেই উদযাপিত হয় এই উৎসব। এ বিষয়টিকে ইঙ্গিত করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'একটি মহল আমাদের অর্জনকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাকিয়ে দেখুন, শিক্ষার্থীদের আগমনে মাঠ ভরে গেছে। তারা নিজেদের বিশ্বমানের মানুষ গড়ে তুলতে চায়।' তিনি এ সময় জাতীয় শিক্ষা ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তারা রাতদিন পরিশ্রম করেছেন। এজন্য তাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। উল্লেখ্য, এবার বই ছাপায় বেসরকারি প্রকাশকরাও সহায়তা করেছেন। বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাদের বই ছাপা ও বাধাই স্থগিত রেখেছিল বলে জানিয়েছেন সমিতির পরিচালক শ্যামল পাল। তবে পরিবহনের জটিলতার কারণে কোথাও পূর্ণ সেট আবার কোথাও চাহিদার কম বই পৌঁছেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। অনেক উপজেলায় শিক্ষার্থীদের হাতে পুরো সেট বই তুলে দেয়া যায়নি।

এবার প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল ও কারিগরি বিদ্যালয়ের, ৪ কোটি ৪৪ লাখ ৫২ হাজার ৩৭৪ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২৯১টি বিষয়ের মোট ৩২ কোটি ৬৩ লাখ ৪৭ হাজার ৯২৩টি বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। এর মধ্যে প্রাথমিকে ১১ কোটি ৪৩ লাখ ৪৮ হাজার ৮৪৪, মাদ্রাসার ইবতেদায়ির এক কোটি ৭৯ লাখ ৬৯ হাজার ৪২০ কপি, দাখিল ও ভোকেশনালের তিন কোটি আট লাখ ৬০ হাজার ৯৩৫ কপি, মাধ্যমিকের ১৪ কোটি ৮৫ লাখ ৫৫ হাজার ২৬২ কপি এবং এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের ২১ লাখ ১২ হাজার ১৫৫ কপি বই রয়েছে। আর প্রাক-প্রাথমিক স্তরের জন্য বই ছাপা হচ্ছে এক কোটি ২০ লাখ ৩৩ হাজার ৫৮ কপি। তবে এই স্তরের একটি বইও এখনো সরবরাহ করা যায়নি। এ ব্যাপারে এনসিটিবি'র কর্মকর্তারা বলছেন, প্রাক-প্রাথমিক স্তরের বই (রিডিং মেটেরিয়ালস) নতুন বছরের শুরুতেই প্রয়োজন হয় না। এই স্তরের শিশুদের দুটি করে বই দেয়া হয়। শিশুরা স্কুলে ভর্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিনামূল্যে চিত্রাংকন, ছবি ও লেখা সংবলিত বই পাবে।

জানা গেছে, এবারও এসব পাঠ্যবই অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সব পাঠ্যবই এনসিটিবির ওয়েবসাইটে ই-বুক ফর্মে দেয়া আছে। যে কেউ তা ডাউনলোড করতে পারবেন। এনসিটিবির ওয়েবসাইট ঠিকানা : www.nctb.gov.bd ও www.ebook.gov.bd।